সংবাদ

তারিখ 09 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 2

টাঙ্গাইলে শিক্ষক সঙ্কটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা বিঘ্নিত

জেলা বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল

জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের বহু পদ শূন্য থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। জেলার ১২ উপজেলায় বর্তমানে ৩৮৭টি পদ শূন্য। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ৭৬টি এবং সহকারী শিক্ষকের ৩১১টি পদ শূন্য রয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, জেলার ১২ উপজেলায় ৯৩৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় আড়াই লাখ ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করে। ৫টি সরকারি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদই নেই। মোট ৯৩২টি প্রধান শিক্ষক পদের মধ্যে ৭৬টি পদই শূন্য। সহকারী শিক্ষকের ৩৮৯৭টি পদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ৩১১টি শূন্য রয়েছে। সূত্র জানায়, টাঙ্গাইল সদরে ৩৭টি সহকারী শিক্ষক ও ৯টি প্রধান শিক্ষক ঘাটাইলে ৪৫টি সহকার শিক্ষক ও ১২টি প্রধান শিক্ষক, মির্জাপুরে ৩৫টি সহকারী শিক্ষক ও ৭টি প্রধান শিক্ষক, বাসাইলে ১৮টি সহকারী শিক্ষক ও ৪টি প্রধান শিক্ষক, ভূয়াপুরে ৩৫টি সহকারী শিক্ষক ও ৩টি প্রধান শিক্ষক, সাথীপুরে ২২টি সহকারী শিক্ষক ও ২টি প্রধান শিক্ষক, দেলদুয়ারে ৩২টি সহকারী শিক্ষক ও ১১টি প্রধান শিক্ষক, গোপালপুরে ২৩টি সহকারী শিক্ষক ও ৭টি প্রধান শিক্ষক, নাগরপুরে ১৮টি সহকারি শিক্ষক ও ৮ টি প্রধান শিক্ষক, কালিহাতিতে ১৮টি সহকারি শিক্ষক ও ১০টি প্রধান শিক্ষক, মধুপুরে ১২টি সহকারী শিক্ষক ও ৪টি প্রধান শিক্ষক এবং ধনবাড়িতে ১১টি সহকারি শিক্ষক এবং ৫টি প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য আছে।

জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বিশেষ করে টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর, দেলদুয়ার, ভূয়াপুর ও গোপালপুরের চরাঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকেরই বেশি পদ শূন্য বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। এসব এলাকার বহু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে মাত্র এক অথবা দুই জন শিক্ষক দিয়ে। মধুপুর, সাথীপুর, মির্জাপুর ও ঘাটাইলের পাহাড়ি এলাকার বহু বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবত একাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

এলাকাবাসীরা অভিযোগ করেন নতুন নিয়োগের সময় এসব বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক দেয়া হয়। কিন্তু জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিকট তদবির করে নতুন শিক্ষকরা উপজেলা সদরের কাছাকাছি বদলি হয়ে যান। ফলে এসব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছরের পর বছর শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা বিঘ্নিত হয়। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনি আশা করেন কয়েক মাসের মধ্যেই শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হবে।